বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সংস্কার ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার পথনির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬

পাইলট উদ্যোগ:
LoomConnect 360
শীর্ষক Virtual Connectivity Network Platform তৈরি

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত নতুন বাংলাদেশে সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ তাত বোর্ডে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। সকলের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিত কল্পে বাংলাদেশ তাত বোর্ড প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজে মনোনিবেশ করেছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

দেবাশীষ নাগ
যুগ্মসচিব, সদস্য, বাংলাদেশ তাত বোর্ড
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ

- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

প্রেক্ষাপট

হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়ন, সম্প্রসারন ও তাঁতিদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 (Ordinance No. LXIII of 1977) বলে বাংলদেশ তাঁত বোর্ড গঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন প্রণয়ন করা হয় এবং বর্তমানে উক্ত আইন বলে তাঁত বোর্ড পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলদেশ তাঁত বোর্ড এর নিকট সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা কী ?

তাঁত শিল্পের উন্নয়ন , সম্প্রসারন ও তাঁত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত সকলের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কল্যান সাধনের লক্ষ্যে বেস লাইন ষ্টাডিপুর্বক Citizen Focused, Effective, Efficient ,Transparent, Accountable , Skill and Capacity development oriented and Ethical কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

বর্তমান চিত্র (অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপট)

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ও শ্রমনির্ভর শিল্প খাত হিসেবে ২৯৪ জনবল নিয়ে তাঁত শিল্পের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও তাঁতিদের কল্যাণে কাজ করছে। প্রধান কার্যালয় ছাড়াও রয়েছে ৩৫টি বেসিক সেন্টার, ৩টি তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৩টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট, ১টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ১টি তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। মিরপুর ও জাজিরায় ২১৭ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই বোর্ড সারা দেশে ১৩৭৪টি প্রাথমিক তাঁতি সমিতির মাধ্যমে ১ লাখ ৩৭ হাজার তাঁতি, ৪ লাখ ৬৭ হাজার তাঁত শ্রমিক এবং প্রায় ৩৫ লাখ বেনিফিশিয়ারিকে সহায়তা দিচ্ছে। ৯টি তাঁতজাত পণ্য ইতোমধ্যে ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) স্বীকৃতি পেয়েছে।

চলতি মূলধন ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চালু থাকলেও বোর্ড এখনও সরকারি অনুদাননির্ভর প্রতিষ্ঠান। কাঠামোগত অসঙ্গতি, পদোন্নতির সীমাবদ্ধতা ও আন্তঃবিভাগীয় অসহযোগিতায় বেশিরভাগ প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে ৫% শুল্ক সুবিধায় কাঁচামাল আমদানির অনুমতি প্রাথমিক তাঁতি সমিতিকে দেওয়া হলেও শিক্ষাগত ও আর্থিক অক্ষমতায় তাঁতিরা এর সুফল পায় না । ফলে মধ্যস্বত্বভোগীরা এর অপব্যবহার করায় সরকার রাজস্ব কম পাচ্ছে।

বর্তমান চিত্র (বাহ্যিক প্রেক্ষাপট)

বাংলাদেশের প্রান্তিক তাঁত শিল্প বর্তমানে একাধিক গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল সংগ্রহে তাঁতিরা প্রভাবশালী স্থানীয় ব্যবসায়ী, মহাজন ও দাদন ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীল, যারা উচ্চ সুদে ঋণ প্রদান করে। অনেক সময় এনজিও থেকেও চড়া সুদে ঋণ নিতে হয়, যা কিস্তিতে পরিশোধ করতে গিয়ে তাঁতিরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। উৎপাদিত পণ্য এখনও হাটে বিক্রি করতে হয়; বিক্রি না হলে ঘরে ফিরিয়ে আনতে হয়, কিন্তু গুদামজাতের সুযোগ না থাকায় নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে। ফলে অনেক সময় তাঁতিরা উৎপাদন খরচের চেয়ে কম দামে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হন।সামাজিক বৈষম্যও গভীর প্রভাব ফেলছে। তাঁতিদের এখনও “জোলা” নামে উপহাস করা হয়, যা তাদের আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক অবস্থানকে ক্ষুণ্ন করে। বৈবাহিক জীবনেও বৈষম্যের শিকার হন তাঁতিরা। তাঁদের বাসস্থান ও কর্মপরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্বাস্থ্যকর।

প্রাথমিক তাঁতি সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সচরাচর গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত হয় না। স্থানীয় প্রভাবশালীরা বারবার কমিটিতে থেকে প্রান্তিক তাঁতিদের প্রতিনিধিত্ব সীমিত করে রাখে। এনজিও, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারি দপ্তর থেকেও কার্যকর সহযোগিতা অনুপস্থিত। উপরন্তু, তাঁত বোর্ডের ওপর বাইরের

প্রভাবশালী মহলের চাপ ও অনুপ্রবেশ প্রকৃত তাঁতিদের স্বার্থ রক্ষায় বড় বাধা।এসআরও সংশোধন করে বোর্ডকে সরাসরি কাঁচামাল আমদানির দায়িত্ব দিলে এবং কাঁচামাল সরবরাহ ব্যাংক ও সাপ্লাই চেইন সেল গঠন করলে স্বল্পমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ সম্ভব হবে। মিরপুর ও জাজিরার জমিতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) মডেলে শপিংমল, মার্কেট প্রমোশন সেন্টার ও হাসপাতাল গড়ে তুললে আর্থিক সক্ষমতা বাড়বে। তাঁতিদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা, পেনশন ও দুর্ঘটনা বীমা চালু করলে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন, ডিজিটাল মার্কেট সংযোগ ও গবেষণাভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে তাঁত শিল্পকে টেকসই ও লাভজনক খাতে রূপান্তর করা সম্ভব। সরকারের পাশাপাশি জাতীয় তাঁতি সমিতি, এসএমই ফাউন্ডেশনসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষের সমন্বিত প্রচেষ্টায় তাঁত শিল্পকে গার্মেন্টসের বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব, যা লাখো মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে।

SWOT বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)

Strengths (শক্তি)

- উচ্চশিক্ষিত জনবল
- ২১৭ একর মূল্যবান অব্যবহৃত ভূসম্পত্তি
- ৭ লক্ষ তাঁতি, ২০ লক্ষ স্টেকহোল্ডার
- ৩০ কোটি টাকার তহবিল
- ডিপ্লোমা ও B.Sc শিক্ষার্থী
- প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- ৩ কোটি মানুষের দেশীয় বাজার

Weaknesses (দুর্বলতা)

- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও সেবা অনুপস্থিত
- পেনশন, স্বাস্থ্য বিমা ও প্রশিক্ষণের অভাব
- বাজার ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ ব্যবস্থার অভাব
- পদোন্নতিতে বৈষম্য ও মোটিভেশনহীনতা
- অকার্যকর সমিতি
- প্রযুক্তি পশ্চাৎপদতা
- তাঁত শিল্পির কম মজুরি

Opportunities (সুযোগ)

- ৩ কোটি গ্রাহক ও বিশাল বাজার
- বিদেশি বিনিয়োগ ও PPP সম্ভাবনা
- ভার্চুয়াল মার্কেট ও গ্লোবাল ব্র্যান্ডিং
- যুব উদ্যোক্তা তৈরি
- বিশ্বব্যাপী হস্তশিল্পের চাহিদা
- উদ্যোক্তা সৃষ্টি
- প্রশিক্ষিত ছাত্রশক্তি

Threats (হুমকি)

- সিন্ডিকেট
- তাঁতিদের পেশায় টিকে থাকার সমস্যা
- প্রযুক্তিগত পশ্চাদপদতা
- আমদানি নির্ভরতা ও প্রতিযোগিতা
- অপর্যাপ্ত বাজেট
- ট্রাডিশনাল পদ্ধতিতে থাকার অভ্যস্ততা
- বৈদশিক বাজার সম্প্রসারনের সীমাবদ্ধতা

১. প্র্যাকটিস রিফর্ম

১.১ তথ্য প্রযুক্তি সংযোজনের মাধ্যমে প্রাথমিক ও জাতীয় তাঁতি সমিতিকে কার্যকর ও কল্যাণমুখী সমিতিতে রূপান্তর (তাঁতি বাড়ী)

প্রেক্ষাপট:

বেশিরভাগ প্রাথমিক তাঁতি সমিতির কমিটি নেই থাকলেও তা কার্যকর নয়। সমিতির সাধারন সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন হয় না। বেশীরভাগ তাঁতি সমিতি এডহক ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ায় সাধারণ তাঁতিদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফল হয় না।স্থানীয় প্রভাবশালীরা নিজেরা বসে কমিটি বানিয়ে জমা দেয়। এতে সাধারন তাঁতি সদস্যরা সরকারি সুযোগ সুবিধা পায় না। সৃতারাং তাঁত বোর্ড আইনের উদ্দেশ্য পুরনকল্পে প্রাথমিক তাঁতি সমিতি কে কার্যকর ও কল্যানমুখি করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

প্রযুক্তি সংযোজনের মাধ্যমে তাঁতি সমিতি কে কার্যকর ও কল্যানমুখি করা এবং তাদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা।

ফলাফল:

যোগ্য নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে। তাঁতি সমিতি কার্যকর ও কল্যানমুখি সমিতিতে রূপান্তরিত হবে এবং দলগত অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

পাইলটিং:

মিরপুর ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ড প্রাথমিক তাঁতি সমিতি,মিরপুর, ঢাকা।

বাস্তবায়নকারী:

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগন ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ড প্রাথমিক তাঁতি সমিতি, ও উপমহাব্যস্থাপক এস এন্ড এম বিভাগ,বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

সহযোগী সংস্থা:

বেসিক সেন্টার, মিরপুর, প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়।

কর্মদক্ষতা নির্দেশক:

তাঁতি বাড়ী গঠন।

সময়সীমা: ৩১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

১.২ "LoomConnect 360" শীর্ষক Virtual Connectivity Network Platform তৈরি

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইনে তাঁতিদের সুলভমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহের বিধান রয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধী তাঁত বোর্ড হতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। তবে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে ৫% শুল্ক সুবিধায় প্রাথমিক তাঁতি সমিতিকে সীমিত আকারে রং, সুতা ও রাসায়নিক আমদানির সুযোগ দিয়ে ২০১৬ এসআরও জারি করা হয়। প্রাথমিক তাঁতি সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা আমদানি প্রক্রিয়ার জ্ঞান না থাকায় মধ্যস্বত্বভোগীরা তাঁতি নেতৃবৃন্দের সহযোগীতায় প্রাথমিক তাঁতি সমিতির অনুকূলে প্রদত্ত আমদানি সুপারিশ কিছু অর্থ দিয়ে নিয়ে নেয়। এতে সাধারন তাঁতিরা প্রকৃত সুবিধা পায় না এবং সরকার রাজস্ব হারায়। অপরদিকে বাজারজাতকরনের ক্ষেত্রে তারা প্রচলিত হাট, মহাজন ও দাদন ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীল থাকায় উৎপাদিত পন্যের ন্যায্য মুল্য পায় না এবং পন্য অবিক্রিত থাকার চ্যালেঞ্জ বেশী থাকে। সে কারনে তাঁত পেশার প্রতি তারা ক্রমশ আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে এবং অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। আবার সেখানে টিকে থাকতে না পেরে অনেকে মানবেতর জীবন যাপন করছে।

উদ্দেশ্য:

Virtual Connectivity Network Platform এর মাধ্যমে তাঁতিদের মাঝে সুলভ মূল্যে কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ এবং চাহিদা অনুযায়ি পন্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরন।

ফলাফল:

তাঁতিরা Virtual Connectivity Network Platform ব্যবহারের প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করবে । সুলভ কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পারবে এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ি পন্য উৎপাদন করে বাজারজাতকরন করতে পারবে। পন্য অবিক্রিত থাকার ঝুকি হ্রাস পাবে। লাভ বৃদ্ধি পাবে শ্রমিকের, মজুরি বাড়বে , মহাজন ও দাদন ব্যবসায়ীদের প্রভাব কমবে। নতুন ফ্যাশন, ডিজাইন ও বৈচিত্র্যময় তাঁত পণ্য তৈরি হবে, রপ্তানি বাড়বে। জিআই পন্যের বৈদেশিক বাজার সম্প্রসারিত হবে এবং তাঁত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত সকলের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে তথা নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে।

পাইলটিং:

মীরপুর ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ড প্রাথমিক তাঁতি সমিতি,বেনারসি পল্লি মিরপুর , ঢাকা।

বাস্তবায়নকারী:

“LoomConect 360” ,ইউনিট ,বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

সহযোগী সংস্থা:

এস এন্ড এম বিভাগ, আইটি শাখা , প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ , বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড , বেসিক সেন্টার মিরপুর, , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, এনবিআর, রেশম উন্নয়ন বোর্ড, আইসিটি বিভাগ ও অর্থ মন্ত্রলালয়।

কর্মদক্ষতা নির্দেশক:

পাইলটিং বাস্তবায়ন শুরু।

সময়সীমা: ৩১ মার্চ ২০২৬

২. প্রসেস রিফর্ম

২.১ সার্ভিস ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার চালু

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত সার্ভিস ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটি সেন্টার সমূহ দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ রয়েছে । এতে সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে এবং মেশিনারিজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে এবং প্রান্তিক তাঁতিরা সুলভ মুল্যে বয়নপুর্ব ও বয়নউত্তর সার্ভিস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাঁত বোর্ড নাগরিক কেন্দ্রিক সেবা দিতে পারছে না । এতে তাঁত বোর্ড ইমেজ সংকটে পতিত হচ্ছে এবং এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত বন্ধ সার্ভিস ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটি সেন্টারসমুহকে চালু করা এবং তাঁতিদেরকে সুলভ মুল্যে সেবা প্রদান করা।

ফলাফল:

প্রাইভেট ইনভেস্টর এনগেজমেন্ট এর মাধ্যমে বন্ধ সার্ভিস ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটি সেন্টারসমুহ চালু হবে এবং সরকারী অর্থের অপচয় হ্রাস পাবে এবং তাঁতিরা সুলভ মুল্যে বয়নপুর্ব ও বয়নোত্তর সার্ভিস পাবে ও তাঁত বোর্ডের আয় বৃদ্ধি পবে।

পাইলটিং:

সার্ভিস ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

বাস্তবায়নকারী:

ও এন্ড এম বিভাগ,বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

সহযোগী সংস্থা:

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বিভাগ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড , বেসিক সেন্টার শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

কর্মদক্ষতা নির্দেশক:

সার্ভিস ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ চালু।

সময়সীমা: ৩১ মে ২০২৬

২.২ তাঁতি কল্যাণ সোসাইটি গঠন

প্রেক্ষাপট:

তাঁতিদের উপার্জন অনেক কম এবং বাসস্থানই তাদের কর্মক্ষেত্র। তাঁতের সাথে পাওয়ার যুক্ত হওয়ায় শব্দ দুষনের মাত্রা বাড়ছে এবং ট্রাডিশনাল পদ্ধতিতে রং করায় পরিবেশ দুষন হওয়ায় তাদের অসুস্থতা বাড়েছে। এসব কারনে তাতি ও তাদের পরিবারের সদস্যগন নানাবিধ অসুস্থতায় ভোগে । যেখানে তাদের ভালভাবে খাওয়া দাওয়া করে টিকে থাকা কষ্টকর সেখানে তাদের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব না হওয়ায় অনেকেই চিকিৎসার অভাবে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তাদের জন্য কোন ধরনের কোন বীমা সুবিধাও নেই।

উদ্দেশ্য:

তাঁতি কল্যাণ সোসাইটি গঠন করে তাঁতিদের জন্য গ্রুপ ইনসুরেন্স চালু করা এবং আয়বর্ধক কর্মসুচি চালু করাসহ তাদের শিক্ষা ,স্বাস্থ্য ,আবাসন ,চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাতে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করা যায়।

ফলাফল:

তাঁত শিল্পে প্রায় ৭ লক্ষ তাঁতি রয়েছে। তাঁত বোর্ড এর তত্ত্বধানে সকলকে তাঁতি কল্যাণ সোসাইটির সাথে এক প্লাটফর্মে যুক্ত করা যাবে। এই প্রক্রিয়ায় তাঁতি ও তাদের পরিবারকে চিকিৎসা ,প্রদান শিক্ষা, আবাসনের ব্যবস্থা করা যাবে। তাদের সকলের জীবনমান উন্নত হবে।

পাইলটিং:

মিরপুর ১ ,২ ও ৩ নং তাতি সমিতি বেনারসি পল্লি , মীরপুর , ঢাকা।

বাস্তবায়নকারী:

এম ই বিভাগ,বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

সহযোগী সংস্থা:

এস এন্ড এম বিভাগ, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বিভাগ, মিরপুর বেসিক সেন্টার ,বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড , জাতীয় তাতি সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

কর্মদক্ষতা নির্দেশক:

তাতি কল্যান সোসাইটি গঠন।

সময়সীমা: ৩১ মে ২০২৬

২.৩ তাঁত বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষন/ ফ্যাশন ডিজাইন ইনষ্টিটিউট হতে উত্তীর্নদের ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এর গ্রাজুয়েটদের দেশে বিদেশে কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ৩টি তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৩টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট, হতে ৩০০০ কে প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে। তাছাড়া নরসিংদি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে ও ১টি তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হতে ১৩৮৫ জন পাশ করে বেরিয়েছে। কিন্তু তাদের কর্মসংস্থানের জন্য কোন সমন্বিত ব্যবস্থা না থাকায় তাদের কাজে লাগানো যাচেছ না। তাদের কর্মসংস্থানের জন্য আরো যুগোপযোগি প্রশিক্ষন দিয়ে দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ও উত্তীর্ন গ্রাজুয়েটদের যুগোপযোগি প্রশিক্ষন দিয়ে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

ফলাফল:

প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ২ ০০০ ও ১০০০ টেক্সটাইল গ্রাজুয়েট উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এবং তাঁত শিল্পে ১০০০ উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে।

পাইলটিং:

তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট , নরসিংদি।

বাস্তবায়নকারী:

ও এন্ড এম বিভাগ , বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

কর্মদক্ষতা নির্দেশক:

প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত টেক্সটাইল গ্রাজুয়েট উপযুক্ত কর্মসংস্থান ও তাঁত শিল্প উদ্যোক্তাদের যাত্রা শুরু।

সময়সীমা: ৩১ জুন ২০২৬

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

৩.১ তাঁতি বাড়ী সেল গঠন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এর চারটি বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীগন তাদের রুটিন ওয়ার্ক নিয়ে ব্যস্ত। ইনোভেটিভ আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য কোন শাখা নেই। সে প্রেক্ষিতে প্রাথমিক তাঁত সমিতি কে কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন বিভাগ হতে কর্মকর্তা কর্মচারীদের দিয়ে পৃথকভাবে একটি সেল গঠন করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

তাঁতি বাড়ী সেল" গঠন করে ক্লাষ্টার ভিত্তিক কর্মসুচির মাধ্যমে প্রাথমিক ও জাতীয় তাঁতি সমিতিকে কার্যকর ও গতিশীল কল্যাণমুখি তাঁতি সমিতি হিসাবে গড়ে তোলা।

ফলাফল:

প্রাথমিক ও জাতীয় তাঁতি সমিতি কার্যকর ও গতিশীল এবং কল্যাণমুখি তাঁতি সমিতি হিসেবে গড়ে উঠবে।

পাইলটিং:

মীরপুর ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ড প্রাথমিক তাঁতি সমিতি,বেনারসি পল্লি মিরপুর , ঢাকা।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন শাখা ,বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

সহযোগী সংস্থা:

এস এন্ড এম বিভাগ, অর্থ বিভাগ,বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

কর্মদক্ষতা নির্দেশক:

তাঁতি বাড়ী সেল গঠিত।

সময়সীমা: ৩১ অক্টোবর ২০২৫

৩.২ আইবাস মডেল অনুসরণে "LoomConnect 360" নামক স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এর কর্মকর্তা কর্মচারীগন সাধারনত রুটিন ওয়ার্ক করে। কোন প্রোগ্রামার কিংবা সিষ্টেম এনালিষ্ট নেই। ইনোভেটিভ আইডিয়া তৈরি করা কিংবা বাস্তবায়ন করার জন্য আগ্রহী কর্মকর্তা নেই। তাছাড়া কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা তৈরি হয়নি। সে কারনে এ ধরনের সৃষ্টিশীল ও টেকসই কাজ করার জন্য আইবাস মডেল অনুসরনে " LoomConnect 360 " নামক স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

তাঁত শিল্পকে কে একটি টেকসই , তাঁতি বান্ধব এবং গার্মেন্টস বিকল্প শিল্প হিসেবে গড়ে তোলা।

ফলাফল:

আইবাস মডেল অনুসরনে " LoomConnect 360 " নামক স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করার টেকসই , তাঁতি বান্ধব এবং গার্মেন্টস বিকল্প শিল্প হিসেবে গড়ে উঠবে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পাইলটিং:

মীরপুর ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ড প্রাথমিক তাঁতি সমিতি,বেনারসি পল্লি মিরপুর , ঢাকা।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন শাখা, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

সহযোগী সংস্থা:

এস এন্ড এম বিভাগ, অর্থ বিভাগ,বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়।

কর্মদক্ষতা নির্দেশক:

আইবাস মডেল অনুসরনে " LoomConnect 360 " নামক স্বতন্ত্র ইউনিট গঠিত।

সময়সীমা: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

৩.৩ প্রাইভেট ইনভেস্টর এনগেজমেন্ট সেল গঠন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এর চারটি বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীগন তাদের রুটিন ওয়ার্ক নিয়ে ব্যস্ত। ইনোভেটিভ আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য কোন শাখা নেই। সে প্রেক্ষিতে প্রাইভেট ইনভেস্টার এনগেজমেন্ট এর মাধ্যম তাঁত বোর্ড এর রুগ্ন প্রতিষ্ঠান ও অব্যবহৃত ভুসম্পত্তি যথাযথ ব্যবহার করে বোর্ডের আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পৃথক একটি সেল গঠন করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

প্রাইভেট ইনভেস্টর এনগেজমেন্ট সেল গঠন করে তাঁত বোর্ড এর রুগ্ন প্রতিষ্ঠান ও অব্যবহৃত ভুসম্পত্তি যথাযথ ব্যবহার করা।

ফলাফল:

প্রাইভেট ইনভেস্টর এনগেজমেন্ট সেল গঠন করে তাঁত বোর্ড এর রুগ্ন প্রতিষ্ঠান ও অব্যবহৃত ভুসম্পত্তি যথাযথ ব্যবহার করা গেলে তাত বোর্ডের আয় বৃদ্ধি পাবে ।

পাইলটিং:

সার্ভিস ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন শাখা, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

সহযোগী সংস্থা:

ও এন্ড এম বিভাগ, অর্থ বিভাগ,বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

কর্মদক্ষতা নির্দেশক:

প্রাইভেট ইনভেস্টর এনগেজমেন্ট সেল গঠিত।

সময়সীমা: ৩১ নভেম্বর ২০২৫

৩.৪ প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও উদোক্তা সেল গঠন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এর চারটি বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ তাদের রুটিন ওয়ার্ক নিয়ে ব্যস্ত। ইনোভেটিভ আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য কোন শাখা নেই। সে প্রেক্ষিতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে যৌথ কোলাবোরশনে তাত বোর্ড এর প্রশিক্ষন কেন্দ্র বাবহার করে প্রযুক্তিভিক কার্যকরি প্রশিক্ষন ও কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি করার পৃথক একটি সেল গঠন করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

প্রশিক্ষন, কর্মসংস্থান ও উদোক্তা সেল গঠন করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর , কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে যৌথ কোলাবোরশনে তাঁত বোর্ড এর প্রশিক্ষন কেন্দ্র বাবহার করে কর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি এবং উদোক্তা তৈরি করা।

ফলাফল:

প্রশিক্ষণ , কর্মসংস্থান ও উদোক্তা সেল গঠন করে তাঁত বোর্ডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যথাযথ ব্যবহার করা এবং প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরি করা যাবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে ও নতুন উদোক্তা তৈরি হবে।

পাইলটিং:

তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট নরসিংদি।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন শাখা, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

সহযোগী সংস্থা:

ও এন্ড এম বিভাগ, অর্থ বিভাগ,বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

কর্মদক্ষতা নির্দেশক:

প্রশিক্ষন , কর্মসংস্থান ও উদোক্তা সেল গঠিত।

সময়সীমা: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

৩.৫ গবেষণা ও উন্নয়ন সেল গঠন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এর চারটি বিভাগ ও প্রশাসন শাখার মাধ্যমে তাঁত বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।গবেষনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন শাখা নেই। অথচ ইনোভেশন , রিসার্চ ও গবেষনা একটি চলমান বিষয় যার মাধ্যমে সমস্ত প্রকার কার্যক্রমে মূল্যায়ন করা যায় এবং ভবিষ্যতে কি ধরনের কার্যক্রম তথা কাজ করা হলে সফলতা আসবে সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। সে কারণে গবেষণা এবং উন্নয়ন নামে একটি সেল গঠন করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

গবেষণা ও উন্নয়ন সেল গঠনের মাধ্যমে তাঁত বোর্ডের কার্যক্রম পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ করা এবং সে অনুসারে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা ও চাহিদাভিক্তিক প্রকল্প গ্রহন করা।

ফলাফল:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সকল কার্যক্রম পরীক্ষন ও নিরীক্ষণ এর মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহন করা সম্ভব হবে।

পাইলটিং:

মসলিন উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন শাখা, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

সহযোগী সংস্থা:

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বিভাগ ,অর্থ বিভাগ,বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ।

কর্মদক্ষতা নির্দেশক:

গবেষনা ও উন্নয়ন সেল গঠিত।

সময়সীমা: ৩১ নভেম্বর ২০২৫

৪. পলিসি রিফর্ম

৪.১ সকল প্রাথমিক তাঁতি সমিতির জন্য একটি ইউনিক বিধিমালা প্রনয়ন

প্রেক্ষাপট:

সকল প্রাথমিক তাঁতি সমিতির আলাদা আলাদা উপবিধি রয়েছে কোন বিধিমালা নেই । সে কারনে অনেক প্রাথমিক সমিতি কার্যকর নেই। বর্তমানে সমিতির কার্যক্রমে গণতান্ত্রিক নির্বাচন না হওয়ায় প্রান্তিক তাঁতিদের প্রতিনিধিত্ব কম। প্রায়শই এডহক কমিটি দিয়ে সমিতি পরিচালিত হয়ে থাকে এতে তাতিগনের ইচ্ছার প্রতিফলন হয় না।

উদ্দেশ্য:

সকল প্রাথমিক তাঁতি সমিতির জন্য সকলের একটি মাত্র উপবিধি বা বিধিমালা প্রনয়ন করা যাতে প্রাথমিক তাঁতি সমিতিগুলো কার্যকর হয় ও কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, গণতান্ত্রিকতা এবং প্রান্তিক সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

ফলাফল:

কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক সমিতি কাঠামো গড়ে উঠবে এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত হবে।

পাইলটিং:

মিরপুর ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ড তাঁতি সমিতি , বেনারসী পল্লি মিরপুর , ঢাকা।

বাস্তবায়নকারী:

সমিতি শাখা, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডে।

সহযোগী সংস্থা:

প্রশাসন শাখা, প্রাথমিক ও জাতীয় তাঁতি সমিতির নেতৃবৃন্দ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

কর্মদক্ষতা নির্দেশক:

বিধিমালা প্রনীত।

সময়সীমা: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

৪.২ তাঁতি সমিতি বিধিমালা সংশোধন

প্রেক্ষাপট:

তাঁতি সমিতি বিধিমালায় জাতীয় তাঁতি সমিতি ,মাধ্যমিক তাঁতি সমিতি ও প্রাথমিক তাঁতি সমিতির গঠনের বিষয় উল্লেখ রয়েছে্ । কিন্তু বাস্তবে মাধ্যমিক তাঁতি সমিতির কোন অস্তিত্ব নেই । অথচ জাতীয় তাঁতি সমিতির নির্বাচনের ভোটার হচ্ছে মাধ্যমিক সমিতির তাঁতি সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি। যে কারণে সীমিত কয়েকটি ভোটকে প্রভাবিত করার সুযোগ রয়েছে জাতীয় তাঁতি সমিতির নির্বাচনের ক্ষেত্রে। এতে প্রান্তিক তাঁতিদের সাথে জাতীয় তাঁতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে কোন ধরনের সংযোগ বা পরিচয় থাকে না এবং তাদের ইচ্ছার কোন প্রতিফলন ঘটে না। তাছাড়া তাঁতি সমিতি বিধিমালায় জাতীয় তাঁতি সমিতির এডহক ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদের বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে ।

উদ্দেশ্য:

একটি যুগোপযোগী, কার্যকর তাঁতি সমিতি বিধিমালা প্রনয়ন করা যাতে প্রাথমিক তাঁতি সমিতি সমূহের প্রত্যক্ষ ভোটে কার্যকর জবাবদিহিমূলক এবং কল্যাণমুখী জাতীয় তাঁতি সমিতির নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা যায়।

ফলাফল:

প্রাথমিক তাঁতি সমিতি সমূহের প্রত্যক্ষ ভোটে কার্যকর জবাবদিহিমূলক এবং কল্যাণমুখী জাতীয় জাতি সমিতির গড়ে উঠবে এবং প্রান্তিক তাঁতিদের

আশা আকাংক্ষার প্রতিফলন ঘটবে তথা প্রতিনিধিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত হবে।

পাইলটিং:

প্রযোজ্য নয়।

বাস্তবায়নকারী:

এসসি আর শাখা, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

সহযোগী সংস্থা:

প্রশাসন শাখা, প্রাথমিক ও জাতীয় তাঁতি সমিতির নেতৃবৃন্দ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

কর্মদক্ষতা নির্দেশক:

তাঁতি সমিতি বিধিমালা সংশোধিত।

সময়সীমা: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬

৪.৩ এসআরও সংশোধন

প্রেক্ষাপট:

তাঁতিদের জন্য সুলভ মূল্যে রং সুতার রাসায়নিক সরবরাহ এর নিমিত্তে ২০১৬ সালে ০৩ প্রকারের সুতা ও ০৯ প্রকারের কেমিক্যাল আমদানির ক্ষেত্রে ৫% শুল্ক সুবিধায় প্রাথমিক তাঁতি সমিতি সমূহ কে বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ দিয়ে একটি এসআরও জারি করা হয়। প্রাথমিক তাঁতি সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা আমদানি প্রক্রিয়ার জ্ঞান না থাকায় তাদের পক্ষে বিদেশে হতে কাঁচামাল আমদানি করা বাস্তবে সম্ভব হয় না। এই সুযোগে মধ্যস্বত্বভোগীরা তাঁতি নেতৃবৃন্দের সহযোগীতায় প্রাথমিক তাঁতি সমিতির অনুকূলে প্রদত্ত আমদানি সুপারিশ কিছু অর্থের বিনিময়ে নিয়ে নেয়। আইআরসি অব্যাহতি , এলসি খোলাসহ, সামগ্রিক কার্যক্রম তারা সম্পন্ন করে এবং প্রাথমিক তাঁতি সমিতির সাধারন সদস্যদের নামমাত্র কিছু অর্থ দিয়ে মাস্টাররোলে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। বিভিন্ন তদন্তে এ বিষয়টি উঠে এসেছে। এতে তাঁতিরা বঞ্চিত হচ্ছে এবং সরকার রাজস্ব কম পাচ্ছে ।

উদ্দেশ্য:

তাঁতিদের মাঝে সুলভ মুল্যে কাঁচামাল সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এর মাধ্যমে আমদানির ব্যবস্থা করা ও তাঁতিদের মাঝে ন্যায্য মূল্যে আমদানীকৃত কাঁচামাল বিতরন করা।

ফলাফল:

কাঁচামাল আমদানি ও বিতরনে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা থাকবে। কাঁচামাল বিতরনের জন্যে প্রযুক্তির ব্যবহার হবে এবং একটি সাপ্লাই চেইন নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে। তাঁতিরা অপেক্ষাকৃত কম মুল্যে কাঁচামাল পাবে এবং তাদের উৎপাদন খরচ কমবে

পাইলটিং:

প্রযোজ্য নয়।

বাস্তবায়নকারী:

বাজারজাতকরন শাখা, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

সহযোগী সংস্থা:

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, এনবিআর।

কর্মদক্ষতা নির্দেশক:

এসআরও সংশোধিত ।

সময়সীমা: ৩১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

৪.৪ প্রাইভেট ইনভেস্টর এনগেজমেন্ট SOP প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ঢাকার মিরপুর ৪০ একর, শরীয়তপুরের জাজিরায় ১০০ একর , কক্সবাজার শহরে.৫০ একর সহ বিভিন্ন জেলায় মোট ২১৭ একর মুল্যবান ভুসম্পত্তি রযেছে। তাছাড়া ২ টি সার্ভিস ফ্যাসিলিটি সেন্টার, ২ টি টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটি সেন্টার ও ১টি সার্ভিস সেন্টার এ অনেক মুল্যবান যন্ত্রপাতি রয়েছে যা চালু না থাকার কারনে ক্রমশ নষ্ট হচ্ছে। এখান থেকে কোন আয় না থাকায় সম্পুর্ন সরকারি

অনুদানের উপর নির্ভর করে তাঁত বোর্ড পরিচালিত হচ্ছে। সে কারনে প্রাইভেট ইনভেষ্টর এনগেজমেন্ট করে এ অবস্থা থেকে উত্তরনের একটি SOP প্রনয়ন করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

প্রাইভেট ইনভেষ্টর এনগেজমেন্ট এর মাধ্যমে তাঁত বোর্ডের মুল্যবান ভুসম্পত্তি ও মুল্যবান যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার করে তাঁত বোর্ডের আয় বৃদ্ধি করা এবং সরকারের অনুদান নির্ভরতা ক্রমশ কমিয়ে এনে তাঁত বোর্ডে কে একটি আত্ম নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা।

ফলাফল:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সাথে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তাঁত বোর্ডের মুল্যবান ভুসম্পত্তি ও মুল্যবান যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। পাশাপাশি তাঁত বোর্ডের আয় বৃদ্ধির পাবে এবং তাঁত বোর্ডে একটি আত্ম নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠবে।

পাইলটিং:

সার্ভিস ফ্যাসিলিটি সেন্টার, শাহজাদপুর,সিরাজগঞ্জ।

বাস্তবায়নকারী:

ও এন্ড এম বিভাগ ,বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

সহযোগী সংস্থা:

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বিভাগ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

কর্মদক্ষতা নির্দেশক:

প্রাইভেট ইনভেস্টর এনগেজমেন্ট SOP প্রনীত।

সময়সীমা: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬

৪.৫ প্রান্তিক তাঁতি ও তাঁত শিল্পীদের জন্য "সমন্বিত কল্যাণমূলক কর্মসুচি" গাইডলাইন প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

প্রান্তিক তাঁতি ও তাঁত শিল্পীদের উপার্জন খুবই কম এবং বেশীরভাগই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে। প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও কর্মপরিবেশের কারনে নানা ধরনের অসুস্থতা থাকে। কিন্তু তাদের কল্যাণার্থে কোন ধরনের সমন্বিত কল্যানমুলক কর্মসূচি যথা স্বাস্থ্য বীমা, কর্মদক্ষতা হ্রাস বীমা শিক্ষা বীমা এবং পেনশন নেই। ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হলে এবং গার্মেন্টস শিল্পের বিকল্প হিসাবে তাঁত শিল্প কে গড়ে তুলতে হলে তাদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য একটি গাইডলাইডন প্রনয়ন করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

তাঁতি ও তাঁত শিল্পীদের জন্য একটি সমন্বিত কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ফলাফল:

তাঁতি ও তাঁত শিল্পিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে, এবং তাঁত শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়বে।

পাইলটিং:

প্রযোজ্য নয়।

বাস্তবায়নকারী:

এম ই শাখা ,বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

সহযোগী সংস্থা:

এস এন্ড এম বিভাগ, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বিভাগ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড , বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

কর্মদক্ষতা নির্দেশক:

কল্যানমুলক কর্মসুচি গাইডলাইন প্রনীত।

সময়সীমা: ৩১ জানুয়ারি ২০২৬

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডকে একটি গণমুখী, স্বচ্ছ , জবাবদিহিমূলক, জনকল্যাণকর, কার্যকর, দক্ষ, উন্নত, কর্মকৃতিভিত্তিক ও জনসেবায় সুনিপুণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গৃহিতব্য কৌশল / সংস্কারমূলক প্রস্তাব

১. উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি

ঐতিহ্যবাহী তাঁত প্রযুক্তির সাথে আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন।

আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, অটোমেশন এবং ডিজিটাল ডিজাইন সফটওয়্যারের প্রবর্তন।

তাঁতীদের চাহিদাভিত্তিক উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।

২. কারিগরি ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ

মাঠ পর্যায়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু।

স্বয়ংক্রিয় তাঁত প্রযুক্তির হস্তান্তর ও ব্যবহার প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের সাথে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা।

৩. অর্থায়ন ও ঋণ সুবিধা

স্বনির্ভর তাঁত সমিতি ব্যবস্থার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

তাঁত বোর্ডের মধ্যস্থতায় ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে স্বল্পসুদে চাহিদা কো-ক্রিয়েশনের মাধ্যমে সমন্বিত কল্যাণ প্যাকেজ গঠন।

৪. বৈচিত্র্যময় পণ্যের ডিজাইন ও উন্নয়ন

গবেষণালব্ধ নতুন ডিজাইন, প্যাটার্ন ও বৈশিষ্ট্যময় তাঁত পণ্য তৈরি।

সৃজনশীল ডিজাইন প্রশিক্ষণ ও ডিজাইন ব্যাংক গঠন।

৫ হেরিটেজ শপিং মল নির্মাণ (PPP মডেল)

মিরপুর ভাষানটেকে ৩৭ একর জমিতে হেরিটেজ শপিং মল, ফাইভ-স্টার হোটেল ও মিউজিয়াম।

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) মডেলে আয়বর্ধক প্রকল্প বাস্তবায়ন।

৬. আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব তাঁত যন্ত্রের গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D Unit)

“Eco Loom” বা পরিবেশবান্ধব তাঁত যন্ত্রের উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও ডিজাইন সেল গঠন

স্থানীয়ভাবে তৈরি যন্ত্রাংশ উন্নয়নে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান

৭. তাঁত পর্যটন (Loom Tourism) ও কালচারাল রুট উন্নয়ন

তাঁতপল্লীগুলিকে হেরিটেজ হিসেবে সংরক্ষণ ও পর্যটনবান্ধব রূপান্তর

তাঁত মেলা, তাঁত উৎসব এবং তাঁত শিক্ষা প্রদর্শনী চালু

উপসংহার

বাংলাদেশের তাঁতশিল্প আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও গ্রামীণ অর্থনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিকল্পিত সংস্কার কর্মসূচি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, প্রযুক্তির ব্যবহার, ডিজিটাল সেবা, অংশীদারিত্ব ও উদ্যোক্তা বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়ে তাঁত খাতকে একটি দক্ষ, লাভজনক, সামাজিকভাবে সুরক্ষিত ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক শিল্পখাতে রূপান্তর করা সম্ভব।এই সংস্কার প্রয়াস শুধুমাত্র তাঁতিদের জীবনমান উন্নয়ন করবে না, বরং জাতীয় অর্থনীতিতেও নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এই কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁত বোর্ডকে একটি গণমুখী, স্বচ্ছ,,দক্ষ, উন্নত ,কার্যকর এবং জনসেবায় নিবেদিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

পাইলট উদ্যোগ:
“ LoomConnect 360” শীর্ষক Virtual Connectivity Network Platform তৈরি
অক্টোবর ২০২৫- মার্চ ২০২৬

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা:

১.সমস্যার কারণ:

কাঁচামাল সংগ্রহের সমস্যা

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইনে তাঁতিদের সুলভমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহের দায়িত্ব বোর্ডের উপর, কিন্তু এখনও কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠেনি।
২০১৬ সালে ৫% শুল্ক সুবিধায় প্রাথমিক তাঁতি সমিতির জন্য রং, সুতা ও রাসায়নিক আমদানির এসআরও জারি হয়।
প্রাথমিক তাঁতি সমিতির কাঁচামাল আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূলধন ও গুদামজাত সুবিধার অভাব।
ব্যবস্থাপনা কমিটি অর্থের বিনিময়ে আমদানি সুপারিশ মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীদের কাছে হস্তান্তর করে।
মধ্যস্থভোগীরা ব্যাংক হিসাব খোলা, এলসি খোলা ও আমদানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নিজেদের সুবিধামতো কাঁচামাল বণ্টন করে।
গুদামে অল্প পরিমাণ মালামাল রেখে নামমাত্র আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে কিছু অর্থ দিয়ে মাস্টাররোলে স্বাক্ষর নেয়া হয়।
এতে তাঁতিরা প্রকৃত সুবিধা পায় না এবং সরকার রাজস্ব হারায়।
কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের বাজারে সিন্ডিকেট, মহাজন ও দাদন ব্যবসায়ীদের প্রভাব থাকায় সংগ্রহে খরচ বেড়ে যায়।

তাঁত পণ্যের বিপণনে বিদ্যমান সমস্যা

তাঁতিরা এখনও হাটনির্ভর পুরনো পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল।
হাটে বিক্রি না হলে গুদামজাতের সুযোগ না থাকায় অবিক্রিত পণ্য বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি।
মূলধনের স্বল্পতা ও কিস্তি পরিশোধের তাড়ায় উৎপাদন খরচের চেয়েও কম মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হওয়া।
পাইকার, দাদন ব্যবসায়ী ও মহাজনের প্রভাবে ন্যায্য মূল্য না পাওয়া।
একদিকে কাঁচামাল বেশি দামে ক্রয়, অন্যদিকে কম দামে বিক্রি—ফলে লোকসান।
বাড়িতে গুদামজাতকরণের অভাবে বিক্রয় চাপের মুখে পড়া।
পারিবারিক পেশা হলেও সঠিক দাম না পাওয়ায় টিকে থাকা কঠিন।
মজুরি কম হওয়ায় অনেক তাঁতশিল্পী পেশা পরিবর্তন করছে, কিন্তু নতুন পেশায়ও ভালোভাবে টিকতে পারছে না।
অর্থনৈতিক অবনতি ও প্রান্তিক তাঁতিদের পেশা ত্যাগের ফলে অনেক তাঁত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
বৈচিত্র্য ও নতুন ডিজাইনের অভাবে চাহিদা মূল্যায়ন ও বাজারজাতকরণ কার্যকরভাবে হয় না।
দীর্ঘমেয়াদে এ অবস্থা চললে ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্প বিলুপ্তির ঝুঁকিতে পড়বে।

২. সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা (Wayout & Result)

"LoomConnect 360"শীর্ষক Virtual Connectivity Network Platform তৈরি

উপায়:

কানেকটিভিটি নেটওয়ার্ক – তাঁতি, তাঁত শিল্পী, প্রাথমিক ও জাতীয় তাঁতি সমিতি, ব্যবসায়ী, স্থানীয় মহাজনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে যুক্ত করা

ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম – কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ সাপ্লাই চেইন ও মার্কেটিং চেইন নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট

কাঁচামাল ব্যাংক – তাঁত বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ৫% শুল্ক সুবিধায় বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি ও সংরক্ষণ ও বিটিএমএ এবং রেশম উন্নয়ন বোর্ড হতে সংগ্রহ

বিপণনের জন্য উৎপাদিত পন্য ব্যাংক – উৎপাদিত তাঁত পণ্য সংগ্রহ ও বিপণন

সুলভ সরবরাহ ব্যবস্থা – কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ সুলভ মূল্যে তাঁতিদের মাঝে বিতরণ

মার্কেট সম্প্রসারণ – পণ্য বিপণনের জন্য দক্ষ ও প্রযুক্তিভিত্তিক সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা.

ফলাফল: তাঁত শিল্পের বিকাশ ও সমৃদ্ধি

সুলভ কাঁচামাল প্রাপ্যতা - উৎপাদন খরচ কমবে, লাভ বৃদ্ধি পাবে, মজুরি বাড়বে।

মধ্যস্বত্বভোগী ও মহাজনের দৌরাত্ম্য হ্রাস - তাঁতিদের সরাসরি লাভের অংশ বৃদ্ধি।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন - পরিবারের সার্বিক কল্যাণ, পেশায় স্থায়িত্ব ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরি।

প্রযুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং নেটওয়ার্ক - ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি, চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন, বিক্রয় ব্যয় ও সময় সাশ্রয়।

ঝুঁকি হ্রাস - হাটে পণ্য বিক্রি না হওয়ার ঝুঁকি কমে যাওয়া ও বাজার সম্প্রসারণ।

ঐতিহ্য রক্ষা ও বৈচিত্র্য - নতুন ফ্যাশন, ডিজাইন ও বৈচিত্র্যময় তাঁতপণ্য তৈরি।

রপ্তানি বৃদ্ধি - জিআই পণ্যসহ বৈদেশিক বাজার সম্প্রসারণ, গার্মেন্টসের বিকল্প টেকসই শিল্প প্রতিষ্ঠা।

আর্থ সামাজিক উন্নয়ন: তাঁত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত সকলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি: তাঁত পন্যের ডিজাইন, উৎপাদন ও বাজারজাতরনের জন্য ক্লাস্টারওয়াইজ উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি : তাঁত শিল্পে ব্যপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৩. সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:

তাঁতিদের মাঝে সুলভমুল্যে কাঁচামাল সরবরাহ এবং তাদের উৎপাদিত পন্যের বিপণন ব্যবস্থার সম্প্রসারন ও তাঁত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত সকলের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য " LoomConnect 360" শীর্ষক Virtual Connectivity Network Platform তৈরি।

(খ) কোন্ প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে?

এস এন্ড এম বিভাগ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে?

মিরপুর ১,২ও ৩ নং ওয়ার্ড তাঁতি সমিতি ,বেনারসি পল্লী মিরপুর ঢাকা।

যৌক্তিকতা :

- সদস্য সংখ্যা: ১২০০+ তাঁতি
- তাঁত শিল্পীর (শ্রমিক) সংখ্যা -৩০০০+
- অধিকাংশই পারিবারিক ভাবে তাঁত শিল্পী পরিবারের সদস্য
- অধিকাংশ সদস্য বিহারী ক্যাম্পে বসবাসকারী
- অবকাঠামো ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ
- মিরপুর বেনারসি পল্লী – জাতীয়ভাবে সুপরিচিত
- তাঁত বোর্ড প্রধান কার্যালয় থেকে স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত
- নিকটে মিরপুর বেসিক সেন্টার (বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের অফিস)
- পাইলটিং প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় ও খরচ সাশ্রয়ী
- সরকারি পর্যবেক্ষণ ও মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন সহজ

পাইলট প্রকল্প নেওয়ার যৌক্তিকতা :

- দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য
- সহজলভ্য মানবসম্পদ ও দক্ষ তাঁতি
- বাজারজাতকরণের সুবিধা (বেনারসি পল্লীর নিকটবর্তী হওয়ায়)
- ফলাফল দ্রুত দৃশ্যমান হবে
- অন্যান্য এলাকায় সম্প্রসারণের জন্য মডেল হিসেবে ব্যবহারযোগ্য

সম্ভাব্য কার্যক্রম :

- আধুনিক তাঁত যন্ত্রপাতি সরবরাহ
- প্রশিক্ষণ কর্মশালা
- বাজারসংযোগ
- আর্থিক সহায়তা ও ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা
- মান নিয়ন্ত্রণ ও ব্র্যান্ডিং

ঘ) পাইলটিং সময়কাল:

প্রস্তুতি শুরু: অক্টোবর ২০২৫, বাস্তবায়ন শুরু : মার্চ ২০২৬

(ঙ) প্রত্যাশিত উপকার ও সাশ্রয়:

(পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির কী উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে?)

প্রায় ১২০০ তাঁতি ও ৩০০০ তাঁত শিল্পি , ২০০ ব্যবসায়ী পরিবার অর্থাৎ ১০,০০০ ব্যাক্তি উপকৃত হবে

সামাজিক প্রভাব এর বিষয়টি অধিক গুরুত্ব বহন করে

পণ্য উৎপাদন খরচ হ্রাস

তাঁত শিল্পীদের মজুরি বৃদ্ধি

মধ্যস্বত্বভোগী, মহাজন, দাদন ব্যবসায়ী ও স্থানীয় রঙ, সুতা ও রাসায়নিক ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস

তাঁতিদের লাভ বৃদ্ধি

তাঁত পেশায় আগ্রহ বৃদ্ধি ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে

প্রত্যাশিত উপকার ও সাশ্রয়

ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পের সংরক্ষণ ও টিকে থাকা

নতুন ফ্যাশন, ডিজাইন ও বৈচিত্রময় পণ্য উদ্ভাবন

বৈদেশিক বাজারে তাঁত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি ও রপ্তানি সম্প্রসারণ

জিআই (Geographical Indication) প্রাপ্ত পণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ

গার্মেন্টস শিল্পের বিকল্প হিসেবে টেকসই তাঁত শিল্প প্রতিষ্ঠা

প্রযুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং কানেক্টিভিটি নেটওয়ার্ক ও ভার্চুয়াল মার্কেট তৈরি

উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য প্রাপ্তি

বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন পরিকল্পনা করার সুযোগ

হাটে বিক্রয় খরচ, সময় ও অর্থ সাশ্রয়

বিক্রি না হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস

তাঁতিদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন

৪.পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে

সম্পৃক্ত পক্ষসমূহ:

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
আইসিটি বিভাগ।
টিসিবি
বেসিক সেন্টার মিরপুর।
এনবিআর।
আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর।
কাস্টম এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের দপ্তর।
রং সুতার রাসায়নিকের স্থানীয় ব্যবসায়ী।
তাঁত বস্ত্র ব্যবসায়ী, দোকান, চেইন শপ ও রপ্তানীকারক
সিনেসিস আইটি ও ফেব্রিক্স লাগবে নামক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
জাতীয় তাঁতি সমিতি ও মিরপুর ১,২,ও ৩ নং ওয়ার্ড প্রাথমিক তাঁতি সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃবৃন্দ
বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এশোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ
তাঁত সেক্টরের এক্সপার্টবৃন্দ

কাজে লাগানোর উপায়:

স্টেক হোল্ডার কনসাল্টেশন।
ম্যানেসজড সার্ভিস
কার্যকর প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ কর্মসুচি
বাই ইন মডেল অনুসরন
ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম এর কাঠামো তৈরির জন্য এটুআই এর পরামর্শ
মোবাইল অ্যাপস তৈরির জন্য সিনেসিসি আইটির টিমের পরামর্শ ও সহযোগীতা
ডোর টু ডোর তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেজ তৈরির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর বিভাগের সহযোগীতা
আইবাস মডেলে RIIAP ইউনিট গঠন
কাচামাল ও যন্ত্রাংশ এর জন্য ব্যাংক এর নেটওয়ার্ক তৈরি
উৎপাদিত পন্যের জন্য বিপণন ব্যাংক তৈরি
সমন্বিত প্লাটফর্ম তৈরি
প্রাথমিক তাঁতি সমিতিকে কার্যকর করার জন্য তাতি বাড়ী তৈরি
বিডি রেন এর সার্ভার ব্যবহারের জন্য এমও ইউ করা
প্রয়োজন অনুযায়ি অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করা

৫. পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে?

মানব সম্পদ:

আইবাস মডেল অনুসরনে " LoomConnect 360 " নামক স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন
মন্ত্রণালয় ও তাঁত বোর্ড এর কর্মকর্তা, এটুআই , বিশেষজ্ঞ ব্যাক্তিবর্গ নিয়ে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ কারিকুলাম টিম গঠন
পরিকল্পনা বিভাগ তাঁত বোর্ড , জাতীয় ও প্রাথমিক তাঁতি সমিতির নেতৃবৃন্দ , ব্যাবসায়ীদের সমন্বয়ে সাপোর্ট টিম গঠন
কনসালটেন্সি ও বাই ইন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কুইক রেসপন্স টিম গঠন
অধ্যক্ষ , নরসিংদি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, প্রশিক্ষন ইনষ্টিটিউট, ফ্যাশন ডিজাইন ইনষ্টিটিউট এর সমন্বয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন টিম গঠন
ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ের আইইআর বিভাগের সহযোগীতায় ডাটা সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা টিম গঠন
মন্ত্রনালয়ের অন্যান্য সকল সংস্থার প্রধানদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের পরামর্শক টিম গঠন

আর্থিক সম্পদ:

আর্থসামাজিক ও ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পেএর তাঁতিদের কল্যাণ ফান্ডের অর্থ
আর্থসামাজিক ও ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পেএর ব্যাংক সুদ হতে প্রাপ্ত অর্থ
বোর্ডের তহবিল এর অর্থ

প্রযুক্তিগত রিসোর্স:

ই লোন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ফর দ্য উইভারস শীর্ষক চলমান সফটওয়ার ও তাঁতিদের ডাটাবেজ
ফ্রেবিক্স লাগবে নামক অনলাইন মার্কেট প্রতিষ্ঠানের সাথে চলমান এমও ইউ
মাই গভ প্লাটফর্মের সাথে তাত বোর্ডেএর সংযুক্তি
বিকাশ এর সাথে ইনটিগ্রেশন এর চুক্তি

LoomConnect 360" PESTLE Analysis (Category & Key points):

Political (রাজনৈতিক):

তাঁত বোর্ড আইন ও ৫% শুল্ক সুবিধা কাঁচামাল সরবরাহে সহায়ক -- নীতিগত সংস্কার ও এসআরও কার্যকর করার সুযোগ -- মিরপুরে পাইলটিং হওয়ায় সরকারি তদারকি সহজ -- ঐতিহ্য সংরক্ষণে সরকারি অগ্রাধিকার

Economic (অর্থনৈতিক):

সরাসরি কাঁচামাল সরবরাহে খরচ সাশ্রয় ও মুনাফা বৃদ্ধি -- মধ্যস্বত্বভোগী নিয়ন্ত্রণে তাঁতিদের আয়ের অংশ বৃদ্ধি - জিআই পণ্যের মাধ্যমে রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন -- ক্লাস্টারভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টি

Social (সামাজিক):

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ -- তাঁতিদের সামাজিক মর্যাদা ও জীবনমান উন্নয়ন
নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি -- নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি -- তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ বৃদ্ধি

Technological (প্রযুক্তিগত):

ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ও মোবাইল অ্যাপস -- বিকাশ ও ব্যাংক ইন্টিগ্রেশন
ই-লোন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও ডাটাবেজ -- অনলাইন প্রশিক্ষণ ও বাজার বিশ্লেষণ টুল

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি টেকসই করন কৌশল (Sustainability Strategies):

গণমাধ্যমে প্রচার প্রচারনা
ফেইসবুক পেজ তৈরি
সোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে একসেস
ইউটিউব চ্যানেল ব্যাবহার
পারফরমেন্স রিভিউ
নিয়মিত ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ
সফল প্রয়োগের পর অন্যান্য বেসিক সেন্টারে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন
ফিডব্যাক মেকানিজম চালু
জনসন্তুষ্টি রেটিং চালু এবং সে অনুসারে পারফরমেন্স মুল্যায়ন
অনলাইনে অভিযোগ নিষ্পত্তি ও সন্তোষজনক প্রতিকার
কলসেন্টারের মাধ্যমে সার্ভিস ও পরামর্শ প্রদান

উপসংহার:

পাইলট প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন তাঁত বোর্ডকে সিটিজেন ফোকাসড, কার্যকর ও দক্ষ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করবে।
তাঁত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত সকলের জীবনমান উন্নত হবে।
বৈচিত্রময় তাঁত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি সম্প্রসারণ হবে।
নতুন প্রযুক্তির সমাবেশ ঘটবে।
কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।
গার্মেন্টস খাতের বিকল্প রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে তাঁত শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন গতি আনবে।

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

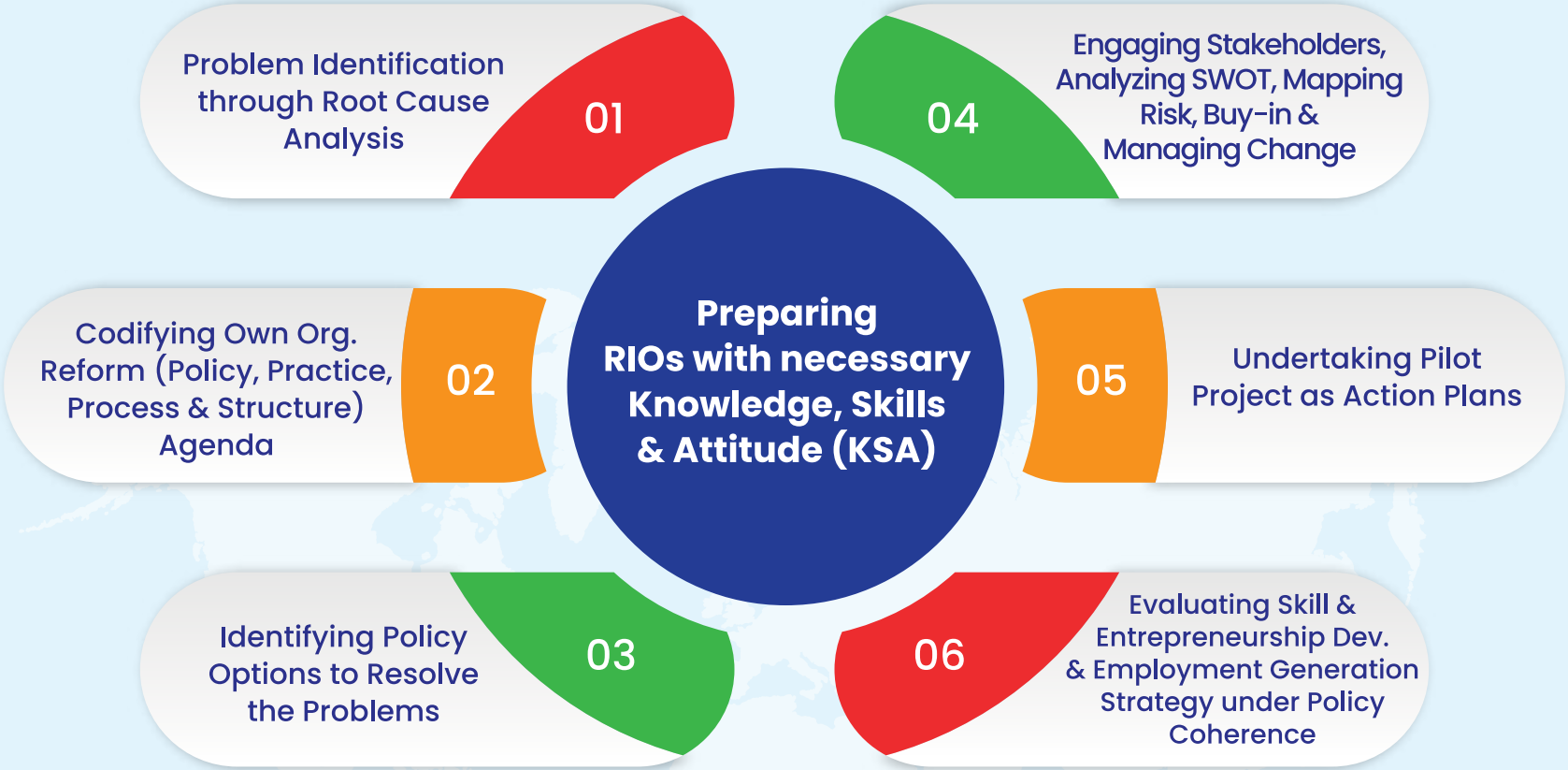

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC বাংলাদেশ তাত বোর্ড